জাতীয় ইমাম সম্মেলন ও শিশু-কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের সনদ ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

ইমাম-ওলামায়ে কেরাম,

শিশু-কিশোর ভাই-বোনেরা,

ও উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি। ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি।

জাতির পিতা ১৯৭৫ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এ প্রতিষ্ঠান দেশের ইমাম-আলেমসহ মুসলিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে।

দেশে প্রায় ৩ লাখ মসজিদে ৬ লাখ ইমাম ও মুয়াজ্জিন কর্মরত আছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইমামগণকে ইসলামী বুনিয়াদি শিক্ষার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮০ হাজার ৪২৯ জন আলেমকে ইসলামের মৌলিক বিষয়সহ আর্থ-সামাজিক জনসচেতনতা এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

জাতির পিতা ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন এদেশে ইসলামের সঠিক বাণী যেন মানুষের কাছে পৌঁছে। ধর্মকে যেন ভুলভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা না হয়। তিনি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড় ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করেন। বাংলাদেশকে ওআইসি'র সদস্য করেন।

জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উদ্‌যাপন, বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান শুরু ও সমাপ্তিতে কোরআন তেলওয়াতের ব্যবস্থা করেন। ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ), শবে কদর ও শবে বরাতে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণ করেন।

বিশ্ব ইজতেমার জায়গা ও কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ করেন। তিনি জামিয়া মাদানিয়া দারুল উলুম যাত্রাবাড়ী কওমী মাদরাসার জন্য জমি বরাদ্দ করেন।

হজযাত্রীরা যাতে স্বল্প ব্যয়ে হজ করতে পারেন, এজন্য তিনি 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করেন। যা পরবর্তীকালে জেনারেল জিয়া প্রমোদতরীতে পরিণত করে। জিয়া মদ ও জুয়ার অবাধ লাইসেন্স প্রদান করে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর দেশে শুরু হয় হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। অবৈধ সরকারগুলো ইসলামের মর্মবাণী উপেক্ষা করে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটায়। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করে ইসলামের উন্নয়নে কাজ শুরু করি।

এসময় আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪৩টি জেলা কার্যালয় ও এর সকল জনশক্তিকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর করি। 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করি। বায়তুল মুকাররম মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ কাজ শুরু করি। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করি।

কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় এসে আমাদের নেওয়া উন্নয়ন কর্মকান্ডগুলো বন্ধ করে দেয়। দেশে আবার জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটায়। যুদ্ধাপরাধীদের হাতে পতাকা তুলে দেয়।

২০০৯ সালে সরকার গঠন করে আমরা ইসলামের খেদমতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা একটি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। আরবি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় পবিত্র কুরআনের ডিজিটাল ভার্সন তৈরি করেছি।

হজের সার্বিক কার্যক্রম ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় আনা হয়েছে। জেদ্দা হজ টার্মিনালে প্লাজা ভাড়া নেওয়ায় হাজীদের দুর্ভোগ বহুলাংশে লাঘব হয়েছে। আশকোনা হজ ক্যাম্পে এসি ও লিফট স্থাপন করেছি। হজযাত্রীদের জন্য বিমান, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন অফিসেও এসি স্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের সরকার বায়তুল মুকাররম মসজিদে ১৭০ ফুট সুউচ্চ মিনার নির্মাণ করেছে। মসজিদটিতে ৫ হাজার ৬শ' জন মহিলার নামায আদায়ের জন্য মহিলা নামায কক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

আমরা চট্টগ্রামের জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ এর সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির কাজ চলছে। চট্রগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদ সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণেরও উদ্যোগ নিয়েছি।

সৌদি সরকারের সহযোগিতায় প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় মডেল মসজিদ কাম ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার কাজ হাতে নিয়েছি। এই মসজিদ কমপ্লেক্সে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনসহ মহিলাদের জন্য পৃথক নামায কক্ষ, মুসলিম পর্যটক ও মেহমানদের বিশ্রামাগার থাকবে। এখানে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, ইসলামী লাইব্রেরি ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পে ১ হাজার ৫০৫ কোটি ৯৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৬ হাজার ৬৬০ জন আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান হয়েছে। ৯৬ লাখ ১৬ হাজার শিক্ষার্থী মসজিদভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪ লাখ ৫০ হাজার কুরআনুল করীম বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

এক হাজারেরও বেশি মাদরাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৮০টি মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছি। আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতিতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মসজিদগুলোকে ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৭ হাজার ৮৩২টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। ৩৮ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার ৫২০টি মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। একটি ডিজিটাল আর্কাইভ করা হয়েছে। দেশের সকল মসজিদ, মাদরাসা, খানকা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের তথ্যসম্বলিত একটি ডাটাবেস তৈরির কাজ চলছে।

ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে দুস্থ এবং আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত ইমাম-মুয়াজ্জিনদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ট্রাস্টের সদস্যভুক্ত ইমামদের সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডর মাধ্যমে যাতে আয় বাড়ানো যায় এজন্য শুধুমাত্র আলেম-ওলামাগণের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে এমন একটি অর্থনৈতিক জোন তৈরি করার চিন্তা-ভাবনা চলছে।

হালাল খাদ্য ও পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনুমোদনপ্রাপ্ত একজন করে আলেম নিয়োগদানের বিষয়টি বিবেচনায় আছে। এতে আলেম ওলামাদের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। বিদেশে বাংলাদেশের হালাল দ্রব্যের চাহিদা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশে 'দারুল আরকাম' নামে মসজিদভিত্তিক বিশেষায়িত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রতি জেলায় একটি করে আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুর বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে।

ইমাম-ওলামায়ে কেরামগণ,

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ আজ বিশ্বে একটি বড় সমস্যা। একটি মহল ইসলামের নামে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি করছে। যার সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম শান্তি, সম্প্রীতি ও মানবতার ধর্ম। এই মহল পবিত্র ইসলামকে কলঙ্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

আমাদের দেশেও একটি গোষ্ঠি ধর্মের নামে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডর মাধ্যমে দেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা করছে। কোমলমতি ছেলেমেয়েদের ভুল পথে পরিচালিত করছে।

আপনাদের কাছে অনুরোধ ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করুন। মানুষের সঙ্গে আপনাদের সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। আপনাদের উপর মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অপরিসীম। আপানারা কোন বিষয়ে পরামর্শ দিলে সাধারণ মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করে। কোন কুচক্রীমহল যাতে আমাদের সহাবস্থান ও সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে না পারে, সেজন্য আমি আপনাদের সজাগ ও সচেতন থাকার উদাত্ত আহবান জানাই।

মসজিদ এবং মাদরাসাগুলোতে যাতে ধর্মান্ধ, মৌলবাদীরা অপতৎপরতা চালাতে না পারে সেদিকে আপনাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সাম্য, সহিষ্ণুতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা দেয়। ইসলামে জঙ্গিবাদ ও সহিংসতার কোন স্থান নেই। বাংলাদেশের মাটি জঙ্গিবাদীদের আশ্রয় হবে না। এ ব্যাপারে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে আমরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার জনপ্রতিনিধি, ইমাম, আলেম, শিক্ষকসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় করে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করেছি। এর বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেছি। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আলেম-ওলামা ও ধর্মপ্রাণ জনগণকে সজাগ থাকতে হবে।

সুধিবৃন্দ,

শিশুরা আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আগামীদিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে তাদের গড়ে তুলতে হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোরদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

সুধিমন্ডলী,

বিশেব এখন বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তের দেশে উন্নীত হয়েছি। ৫ কোটি মানুষ নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে উঠে এসেছে। আমাদের প্রবৃদ্ধি এখন ৭.১১ ভাগে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে।

২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ে তুলব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...